দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL. 28 2006

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অবিরাম শিক্ষক ধর্মঘটে দেড় কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন

শতাক আহমেদ ॥ দাবি পূরণ না হওয়ায় বেসরকারী শিক্ষকদের অবিরাম ধর্মঘট আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এতে করে দেশের ৯৮ ভাগ শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন হুমকির মুখে পড়ছে, তেমনি দেড় কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনও হয়ে পড়েছে বিপন্ন। সরকারের শেষ সময়ে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দশ ভাগ বেতন না দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে এভাবে অচল করে রাখায় জোট সরকারও এখন চরম বেকায়দায় পড়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলো বলছে, সরকার আলোচনা, আলোচনা খেলা করে নিজেরাই পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। তাঁরা বলছেন, দশভাগ বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করেন শিক্ষকরা আর সরকার আলোচনা করে জামায়াত নেতা সাঈদী ও সমালোচিত শিক্ষক নেতা সেলিম ভূইয়ার সঙ্গে। এসব করে আন্দোলন বানচাল করা যাবে না। দাবি পূরণ করলেই কেবল সমস্যা

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

অবিরাম শিক্ষক

(প্রথম পাতার পর)

সমাধান হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক আগামী রবিবারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলমান সমস্যার ব্যাপারে একটি সামারি দিতে পারেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দেবেন।

অনেকে বলছেন সবাইকে নিয়ে নিজেরা আলোচনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় উল্টো ধর্মঘটী শিক্ষকরা যখন দিনক্ষণ ঠিক করে শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলোচনার উদ্যোগী হচ্ছে। সরকারবিরোধী একটি বৃহৎ মোর্চার সঙ্গে সরকার আলোচনা করবে না বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে ফলপ্রসূ আলোচনার আগে কোন শিক্ষক সংগঠন সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও আজ-কাল করে নির্দেশের দশ দিন পার হয়ে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি। এতে করে শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সূত্রমতে দাবি পূরণের ঘোষণা দিতে পারবে না জেনেই সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসছে না।

অবিরাম ধর্মঘটের বাইশ দিনের মাথাতেও দাবি পূরণ করে সমস্যা সমাধান না হওয়ায় পুরো বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়েছে। সরকারের শেষ সময়ে নানামুখী কর্মসূচী দেয়ায় সরকারও যেমন বিব্রত হচ্ছে তেমনি ভেতরে ভেতরে চরম ক্ষুব্ধ হচ্ছে। শিক্ষক সংগঠনগুলো বলছে তাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তাই যেকোন উপায়ে হোক তারা এবার দাবি পূরণ করেই ঘরে ফিরবে। সরকার ও আন্দোলনকারীদের হার্ডলাইনে অবস্থানের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। অর্ধবার্ষিকী পরীক্ষার ভরা মৌসুমে সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝোলায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

ধর্মঘটী শিক্ষক সংগঠনগুলো ধর্মঘটের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। সরকার সমর্থক শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় মোর্চা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপী সকাল দশটা হতে দুপুর বারোটা পর্যন্ত 'বাসস্থান নাই তাই রাজপথে অবস্থান' শীর্ষক অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচী। অবস্থান শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিলও বের হয়। মিছিলটি আশপাশের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে পথসভা করে। অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর খান, অধ্যক্ষ ইসহাক হোসেন, অধ্যক্ষ রফিকা আফরোজ, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী প্রমুখ। তাঁরা জানান, আগামী ২ আগস্ট ঢাকায় মহাঅবস্থান কর্মসূচী পালন করবে। প্রয়োজনে মহাঅবস্থান থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচী শুরু করা হবে। নেতৃবৃন্দ আগামী ৩০ জুলাই ঐক্যজোট আয়োজিত আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রীকে আসার জন্য আবারও আহ্বান জানিয়েছেন। ঢাকার বাইরেও অবস্থান কর্মসূচীর খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষক সমিতি (বাশার-নজরুল) মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে। আবুল বাশার হাওলাদারের সভাপতিত্বে সেখানে বক্তৃতা করেন নজরুল ইসলাম রনিসহ বিভিন্ন নেতা।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আজ শুক্রবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে জরুরী পত্র প্রেরণ করবে। তাদের এক বিবৃতিতে দেড় কোটি শিক্ষার্থীর স্বার্থে অবিলম্বে দেশের পঁচিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর লক্ষ্যে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য দলমত নির্বিশেষে অভিভাবকসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ও শিক্ষানুরাগী জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ আগামীকাল শনিবার প্রতিনিধি সভা করে আরও কঠোর কর্মসূচী দেবে।

সেলিম ভূইয়া সমর্থিত শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট বৃহস্পতিবার সভা করে বলেছে দাবি পূরণ করেই শিক্ষকরা ঘরে ফিরবেন। তাঁদের সমর্থিত কলেজ শিক্ষক সমিতি রাজধানীর স্কাউট ভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করে অশিক্ষকদের শিক্ষক সংগঠনের নেতা না হওয়ার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সরকার সমর্থক আরেক শিক্ষক নেতা প্রফেসর শরিফুল